সা ত দি ন

১৫ অক্টোবর : নব নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত।

রাজধানীর রায়ের বাজারে সন্ত্রাসীদের ছুরিকাঘাতে আওয়ামী লীগ নেতা নিহত।

যথাযোগ্য মর্যাদা এবং ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পবিত্র শব-ই মেরাজ পালিত।

১৬ অক্টোবর : রায়ের বাজারে ব্যাপক বোমাবাজির ঘটনায় ৬ জন আহত এবং ৩টি তাজা বোমা উদ্ধার।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী আহসানুল হক মোল্লার পুত্র, বিভিন্ন মামলার আসামি বাচ্চু মোল্লা রাজধানীর তেজগাঁও থানায় আত্মসমর্পণ করেছেন।

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান ব্যাংকারদের সঙ্গে বৈঠকে ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমানোর তাগিদ দিয়েছেন।

১৭ অক্টোবর : প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হয়রানি বন্ধের জরুরি নির্দেশ ঘোষণা করেছেন।

মতিঝিলে অফিসকক্ষে সন্ত্রাসীদের গুলিতে শিল্পপতি ও বিএনপি নেতা আব্দুল কাদের নিহত হয়েছেন।

১৮ অক্টোবর : বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় যত দ্রুত সম্ভব পলিথিন ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

লক্ষ্মীপুরে সন্ত্রাসীদের গুলিতে যুবলীগ কর্মী নিহত এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক সহিংসতায় ২০ জন আহত।

১৯ অক্টোবর : নতুন সরকার গঠনের পর জাতির উদ্দেশে দেয়া প্রথম ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তুলতে সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।

সুনামগঞ্জ সীমান্তে ভারতীয় বন্দুকধারীদের গুলিতে এক বাংলাদেশী নিহত।

২০ অক্টোবর: শায়সুল হাদিস আজিজুল হক ইসলামী ঐক্যজোট থেকে মুফতি আমিনীকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

২১ অক্টোবর : আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা বিএনপি সরকারের বিগত শাসনামলের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র দলের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে দুই কর্মী আহত।

শতদিনে পঁচিশ কর্মসূচী

বিগত সরকারের আমলের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশের ঘোষণায় দেশের রাজনীতিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাও বিএনপি আমলের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছেন। মাত্র একশ' দিনে কিভাবে ২৫টি কর্মসূচির সূচনা ও বাস্তবায়ন হবে তা নিয়েও জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দেশের ভুক্তভোগী জনগণ কথায় নয়, কাজে বিশ্বাস করে... লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য**

'অতীতে আমরা দুটো যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলাম। আপনারা জানেন '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর '৯০-এ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলাম। এখন আমাদের সামনে আরো দুটি যুদ্ধ রয়েছে। সন্ত্রাস দমনের যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক মুক্তির যুদ্ধ। এ দুটো যুদ্ধে আমাদের বিজয়ী হতেই হবে।'

পয়লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া জাতির উদ্দেশে দেয়া প্রথম ভাষণে নির্বাচনী অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করলেন। ভাষণে তিনি সন্ত্রাসমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার আবারও অঙ্গীকার করলেন। তিনি তার সরকারের মন্ত্রিসভাকে গতিশীল রাখতে একশ' দিনের একটি কর্মপরিকল্পনা ও ঘোষণা দেন। প্রায় এক ঘন্টাব্যাপী দেয়া জাতির উদ্দেশে ভাষণে বিগত সরকারের অর্থনৈতিক দুরবস্থা তুলে ধরে তিনি বলেন, '৭২ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত এই চল্লিশ বছরে বাংলাদেশ সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণ ছিল প্রায় চৌদ্দ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু গত পাঁচ বছরের শাসনামলে এই ঋণ আটত্রিশ হাজার কোটি টাকায় বেড়ে যায়। স্বাধীনতা-পরবর্তী চব্বিশ বছরে সব

কয়টি সরকার যেখানে মিলিতভাবে দেশের ভেতরের সূত্র থেকে ধার নিয়েছে চৌদ্দ হাজার কোটি টাকা। সেখানে গত পাঁচ বছরে আওয়ামী সরকার একাই নিয়েছে চব্বিশ হাজার কোটি টাকা। আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথম অর্থবছর '৯৬-'৯৭-এ এই অভ্যন্তরীণ সুদ হিসেবে সরকারকে পরিশোধ করতে হয়েছিল এক হাজার আশি কোটি টাকা। আর এখন ২০০১-২০০২ অর্থবছরে সুদ দিতে হবে তিন হাজার ছয়শ' কোটি টাকা। তিনি বলেন, সাপ্লাইয়ার্স ক্রেডিট ব্যবস্থার অপব্যবহার করে কিছু দেশ ও অর্থ লগ্নিকারী সংস্থার কাছ থেকে আওয়ামী লীগ সরকার কয়েক হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। অতিরিক্ত মূল্য ও উচ্চ সুদের শর্তে এই সূত্র থেকে তারা কয়েকশ' কোটি টাকা কমিশন হিসেবে আত্মসাৎ করেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এমন চুক্তিগুলো ছিল জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। বিরাট ঋণ ও সুদ পরিশোধের বোঝা নিয়ে আপনাদের এই সরকার যাত্রা শুরু করেছে। এই যাত্রা হবে সমস্যাপূর্ণ। অপনাদের সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে কিছু কষ্ট স্বীকার করে এই ঋণ ও সুদ পরিশোধের জন্য।

প্রধানমন্ত্রীর দেয়া এ ভাষণের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে

বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর দেয়া ভাষণ সরকার পরিচালনা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় তাদের সরকারের ব্যর্থতার আগাম স্বীকারোক্তি। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতেই তিনি অতীত সরকারের ওপর দায়ভার চাপাতে চেয়েছেন। তার এই বক্তৃতা সম্পূর্ণ ভুল তথ্যে ভরা, মিথ্যাচার। আওয়ামী লীগ আমলে দেশের প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৫। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে।

জাতির উদ্দেশে দেয়া রেডিও-টেলিভিশনের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আগামী একশ' দিনের একটি কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ২৫ দফার এই কর্মসূচিগুলো হলো–

- চারদলীয় জোটকে জয়যুক্ত করার জন্য ভোটারদের প্রতি ধন্যবাদ দিবস পালন।
- অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, চিহ্নিত সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার ও তাদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু।
- গত পাঁচ বছরে সারা দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অপরাধমূলক ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজন ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষদের ঢাকায় জড়ো করে সন্ত্রাসবিরোধী ন্যাশনাল কনভেনশনের আয়োজন করা।
- জননিরাপত্তা আইন ও বিশেষ নিরাপত্তা আইন বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করা।
- বিনা বিচারে আটক ব্যক্তি ও রাজবন্দিদের মুক্তির আইনি প্রক্রিয়া চালু করা।
- প্রশাসনে পূর্বের সব অন্যায় আদেশ বাতিল করা।
- চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর এবং এয়ারপোর্টের বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম দূর করার উদ্যোগ নেয়া।
- '৯৬-এর শেয়ার মার্কেট কেলেঙ্কারির প্রকৃত কারণ উদঘাটন এবং দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। পুঁজি বাজার সম্পর্কে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারী-দের হারিয়ে যাওয়া আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।
- আলোচিত বোমা বিস্ফোরণ বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা।
- পাড়া, মহল্লা, শহর ও গ্রামে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে আইন-শৃঙ্খলা নাগরিক কমিটি গঠন করা।
- দুর্নীতির সব অভিযোগের তদন্ত, দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিচারের কাজ শুরু করা।
- আগামী ১৬ ডিসেম্বর পালিত হবে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয়ের ত্রিশ বছর।
- আয়োজক কমিটি গঠন করা হবে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০২-এ ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হিসেবে পালনের জন্য।
- গার্মেন্টস কোটা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ অনুরোধ টিম বিদেশে পাঠানো হবে।
- ম্যানপাওয়ার রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা টিম বিদেশে পাঠানো হবে।

ন্যামের মতো অপ্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক ও সমারোহপূর্ণ সম্মেলন নয়, দেশের জন্য আশু প্রয়োজনীয় কিছু আন্তর্জাতিক কিন্তু অনাড়ম্বর সেমিনার আমরা করবো। তরুণদের নতুন চাকরি সৃষ্টির লক্ষ্যে কম্পিউটার, বিদেশী ভাষা ও মোটর ড্রাইভিংয়ে উৎসাহ দেব। এরই অংশ হিসেবে–

- আর্সেনিক সমস্যা বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার হবে।
- কম্পিউটারে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার হবে।
- প্রধান জেলা শহরগুলোতে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাইবার ক্লাব স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে।
- ছয়টি বিভাগীয় শহরে ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরি স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ শুরু হবে। এসব লাবরেটরিতে চাইনিজ, জাপানিজ, ফরাসি, আরব, জার্মান ও ইংরেজি ভাষায় চাকরি সম্পর্কিত কোর্স চালুর সূচনা হবে। বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য এসব কোর্স তরুণদের কাজে লাগবে।
- দেশের প্রতিটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্য নতুন উদ্যোগ নেয়া হবে।
- প্রধান জেলা শহরগুলোতে তরুণদের মোটর ড্রাইভিং শেখাতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সরকারি মোটর ড্রাইভিং স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে।
- কর্মজীবী নারীদের জন্য রাজধানীতে বিশেষ বাস সার্ভিস চালু করা হবে।
- আমরা প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় দুর্ঘটনার ভয়াবহ ছবি দেখি। ট্রাক, লরি, কোচ, বাস ও ট্যাক্সিচালকদের উন্নততর ট্রেনিংয়ের জন্য অ্যাডভান্সড ড্রাইভার্স ইনস্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে।
- স্থল ও জনপথে দুর্ঘটনা কমানো এবং তার কারণ নিরূপণের লক্ষ্যে দুর্ঘটনা রিসার্চ সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে।

শুধু সন্ত্রাস নয়, দুর্ঘটনার অভিশাপ থেকেও আমরা দেশকে মুক্ত করতে চাই। প্রধানমন্ত্রীর পঁচিশ দফা কর্মসূচি বিভিন্ন মহলে নন্দিত হয়েছে। তবে এ কর্মসূচির মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর তুলে ধরা ভয়াবহ অর্থনীতির চিত্র থেকে দেশকে উত্তরণের কোনো দিকনির্দেশনা নেই। বিগত সরকারের আমলে দুর্নীতির শ্বেতপত্র ঘোষণায় দেশের রাজনীতিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাও বিএনপি আমলের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছেন। মাত্র একশ' দিনে কিভাবে ২৫টি কর্মসূচির সূচনা ও বাস্তবায়ন হবে তা নিয়েও জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দেশের ভুক্তভোগী জনগণ কথায় নয়, কাজে বিশ্বাস করে। তারা দেখতে চায় কর্মসূচি কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দখল বন্ধ হয়েছে কিনা!

শারদীয় পূজা উৎসব

হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা ২২ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে। দেশে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক অস্থিতিশীলতার মাঝে এ বছর জাতীয় পূজা উদ্‌যাপন কমিটি অনাড়ম্বরভাবে পূজার আয়োজন করেছে। যদিও সরকার উৎসবপূর্ণভাবে তা পালনের আহ্বান জানিয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ফলে হিন্দু সম্প্রদায় পূজা উদ্‌যাপনে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। ঢাকায় প্রায় একশ'রও বেশি পূজা মন্ডপ সাজানো হয়েছে। তাঁতি বাজারের বিশিষ্ট ভাস্কর শংকর ধরের মূর্তি কারিগররা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। জগন্নাথ হলে অপরূপ সাজে মা দুর্গা।

লেখা ও ছবি : **এন্ড্রু বিরাজ ও আনোয়ার মজুমদার**

সন্ত্রাসী নাছির

পুলিশ প্রহরায় ৬ ঘন্টা

পুরো সময়টা নাসিরের প্রহরায় যে পুলিশ বাহিনী ছিল এরা কুমিল্লা কারাগারের বলে জানা যায়। মোস্ট ওয়ান্টেড আসামি নাসিরের 'আন অফিসিয়াল' এ বৈঠকের দায় অস্বীকার করছেন কারা কর্তৃপক্ষ এবং সিএমপি কর্তৃপক্ষ। এ বৈঠক সম্পর্কে দু'পক্ষ থেকেই অজ্ঞতা স্বীকার করে বলা হচ্ছে, কুমিল্লা থেকে ম্যাসেজ না পেলে নাসিরের আগামনী বার্তা জানা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ আইন এবং প্রশাসনকে যেন বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ভরদুপুরে নাসিরের বিলাসী রেস্তোরাঁয় আপ্যায়ন, দীর্ঘসময় অবস্থান এবং প্রস্থানে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলো প্রত্যক্ষদর্শীরা... লিখেছেন চট্টগ্রাম থেকে সুমি খান

দুর্ধর্ষ শিবির ক্যাডার মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল নাসির আদালতে হাজিরা দিতে আসার সুযোগে পুলিশ প্রহরার প্রায় ৬ ঘন্টা বৈঠক করেছে আন্ডার ওয়ার্ল্ডের শিবির ক্যাডারদের সাথে গত ১৯ অক্টোবর। গত ২১ অক্টোবর চট্টগ্রাম আদালতে একটি মামলার হাজিরা দেয়ার জন্য গত ১৯ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৯টায় কুমিল্লা কারাগার থেকে চট্টগ্রাম জেলা কারাগারের উদ্দেশে পাঠানো হলেও সরাসরি চট্টগ্রাম জেলা কারাগারে না নিয়ে ১৯ অক্টোবর শুক্রবার জুমার আগেই চকবাজারে 'কস্তুরিকা' রেস্তোরাঁয় হাতকড়া পরা নাসিরকে সসম্মানে আপ্যায়ন করানো হয়। চার ঘন্টাব্যাপী বৈঠকে ২৫/৩০ জন ক্যাডারের সঙ্গে জরুরি বৈঠক সেরে অজ্ঞাত স্থানে চলে যায় নাসির। সন্ধ্যা প্রায় ৬টার দিকে চট্টগ্রাম কারাগারে প্রবেশ করে নাসির। পুরো সময়টা নাসিরের প্রহরায় যে পুলিশ বাহিনী ছিল এরা কুমিল্লা কারাগারের বলে জানা যায়। মোস্ট ওয়ান্টেড আসামি নাসিরের 'আন অফিসিয়াল' এ বৈঠকের দায় অস্বীকার করছেন কারা কর্তৃপক্ষ এবং সিএমপি কর্তৃপক্ষ। এ বৈঠক সম্পর্কে দু'পক্ষ থেকেই অজ্ঞতা স্বীকার করে বলা হচ্ছে, কুমিল্লা থেকে ম্যাসেজ না পেলে নাসিরের আগামনী বার্তা জানা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ আইন এবং প্রশাসনকে যেন বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ভরদুপুরে নাসিরের বিলাসী রেস্তোরাঁয় আপ্যায়ন, দীর্ঘসময় অবস্থান এবং প্রস্থানে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলো প্রত্যক্ষদর্শীরা।

কস্তুরিকায় আন্ডারওয়ার্ল্ডের জমায়েত এবং বৈঠক

সকাল ১০টায় কুমিল্লা থেকে 'রাজাভাই' (নাসির) রওনা হয়েছেন এ খবর তার সহযোগীদের জানা ছিল। ১টার আগেই একটি মাইক্রো এবং দু'টি বেবিট্যাক্সি কস্তুরিকার সামনে এসে থামে। ১০/১৫ জন যুবক নামে হাতে কালো ব্যাগ ও স্যুটকেস নিয়ে। পূর্ব পরিকল্পনা মতোই নাসির পুলিশ প্রহরায় আসে। এসি রুমে ঢুকে গেলে নাসিরকে নিয়ে আসা পুলিশ ভ্যানটি চকবাজার কাপাসগোলা সড়ক পথে চলে যায়। তিনজন সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় থাকে কস্তুরিকার সামনে। আরেকটি মাইক্রো এবং বেবিট্যাক্সিতে আবার ১০/১৫ জন চিহ্নিত সন্ত্রাসী (শিবির ক্যাডার) এসে নির্ধারিত কক্ষে ঢুকে পড়ে। ৪টা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত একান্ত বৈঠকে মৃত্যুপরোয়ানা জারি হলো হিট লিস্টেড কিছু সাধারণ মানুষের, নীলনক্সা রচিত হলো কিছু সংঘাতময় অপতৎপরতার। 'রাজা ভাই' ৪টায় কস্তুরিকা থেকে বেরুলেন অজ্ঞাত যাত্রায়। আলাদা আলাদা বেরুলো তার সহযোগী আন্ডার ওয়ার্ল্ডের টেরর দল। কস্তুরিকা তাদের পুরনো জায়গা। নাসিরের গ্রেপ্তারপূর্ব সময়ের অসংখ্য বৈঠক, লাঞ্চ-ডিনার হয়েছে এই কস্তুরিকায়। তবে ভীত সন্ত্রস্ত কস্তুরিকার স্টাফ এবং স্থানীয় লোকজন। সবাইকে চিনলেও কারো নাম বলতে নারাজ। সবাই তো অবাধে তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাচ্ছে। যেমন অবাধে বেরিয়ে গেলো মোস্ট ওয়ান্টেড আসামি নাসির । '৯৭ সালে চট্টগ্রামের পুলিশ প্রশাসন যাকে ধরিয়ে দিতে পারলে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলো, সে আজ প্রমাণ করে দিলো যেন তার আধিপত্য ৩৫ মামলার আসামি নাসির গত ১৮ জুলাই একটি হত্যা মামলায় হাইকোর্ট থেকে ৬ মাসের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পায়। '৯৮-এর ৬ এপ্রিল চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের হোস্টেল এলাকার একটি পরিত্যক্ত ভবন থেকে নাসির গ্রেপ্তার হবার পর চট্টগ্রাম জেলা কারাগার তাকে 'বিপজ্জনক' মনে করে পাঠিয়ে দেয়

কুমিল্লা কারাগারে। চট্টগ্রাম কারাগারে আটক দলীয় কারাবন্দিদের সাথে নিয়ে বেশ ক'বার অঘটনের অপচেষ্টা চালায় শীর্ষ সন্ত্রাসী নাসির। প্রায় চার বছর ধরে ২৪টি মামলায় কাস্টডি ওয়ারেন্ট নিয়ে আটক নাসিরের ১৬টি মামলা জামিনের অপেক্ষায়। হয়তো খুব শিগগিরই আবারো নাসিরের তান্ডব শুরু হবে এমন আশঙ্কা চট্টগ্রামের বিভিন্ন মহলের।

আন্ডার ওয়ার্ল্ডে 'রাজাভাই' হিসেবে পরিচিত নাসিরের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পাবার পরও গত তিন বছরে ইসলামী ব্যাংকে তার 'ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সিজ' বা আন্ডার ওয়ার্ল্ডে তার অস্ত্রব্যবসার সাথি বা হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির সহযোগীদের গ্রেপ্তারে ব্যর্থ হয়েছে প্রশাসন। এবার যেন মুক্ত হাওয়ায় পুলিশ প্রহরায় অবাধ বিচরণ এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে আপ্যায়ন, চারঘন্টার একান্ত বৈঠক– সবকিছু ছাড়িয়ে গেছে। 'রাজাভাই' রাজার হালেই আছেন চট্টগ্রামের আন্ডার ওয়ার্ল্ডসহ সব মহলে গত ক'দিন এটাই যেন আলোচনার মূল বিষয়। এদিকে ২১ অক্টোবরের সেই মামলায় নাসির কোর্টে হাজির হলেও বিচারকের অনুপস্থিতির কারণে মামলার পুনঃ তারিখ পড়ে বলে জানা যায়।

এতোটা দীর্ঘ সময় একজন মোস্ট ওয়ান্টেড আসামি সিএমপি এলাকায় বিচরণ করলো অথচ সিএমপি জানেই না! কারা কর্তৃপক্ষ কিছু না বললে এ বিষয়ে জানা অথবা কোনো ভূমিকা নেয়া সম্ভব নয় বলে জানালেন সিএমপির এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। এদিকে কারা প্রশাসনের বক্তব্য, পুলিশ চাইলেই ব্যবস্থা নিতে পারতো। প্রশাসনিক দায় কেউই নিতে রাজি নন। এক কারাগার থেকে আসামিকে অন্য কারাগারে স্থানান্তরের সময়টি কারাগারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারা কর্তৃপক্ষের এ বিষয় নিয়েও উদাসীনতা প্রশ্ন তোলে নিঃসন্দেহে।

তবে চট্টগ্রাম জেলা কারাগারের জেলার আক্কাস আলী আকন্দ সাংবাদিকদের কাছ স্বীকার করেন ৪টার পর শিবির ক্যাডার নাসির কোথাও গেছে, সেটা নিশ্চিত কোথায় তা জানা যায়নি।

সব মিলিয়ে পুরো বিষয়টি একজন দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী আসামির ক্ষেত্রে অনায়াসলব্ধ বিরল সুযোগ, যা ভয়াবহ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করছে। টপ টেরর আসামি নাসিরকে এ সুযোগ প্রদানে সহায়ক শক্তিগুলো চিহ্নিত করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের বিষয়টি বারবার আলোচিত হচ্ছে চট্টগ্রামের বিভিন্ন মহলে। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি সুদূর পরাহত এবং কিছুটা অবাস্তব কল্পনা বলেও অনেকে মন্তব্য করেন। ভবিষ্যৎই জবাব দেবে সব প্রশ্ন এবং আশঙ্কার।

প্রকাশনা উৎসব

পাকিস্তানি সৈন্যদের হামলার বিরুদ্ধে আদিবাসীরা তীর-ধনুক নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। অথচ তিনটি সরকারের মুক্তিযুদ্ধের তালিকায় তাদের নাম নেই। কেউ তাদের অবদানের স্বীকৃতি দেয়নি...লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য**

দেশের উত্তরবঙ্গের জাতিসত্তাগুলোর সার্বিক চিত্র নিয়ে লিখিত গবেষণাধর্মী গ্রন্থ 'নিজভূমে পরবাসী' উত্তর বঙ্গের আদিবাসীর প্রান্তিকতা ডিসকোর্স। উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের ভূমির অধিকার সমস্যা, সাংবিধানিক অধিকার, সামাজিক অধিকার, শিক্ষা ব্যবস্থা, জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে এই বইটি লিখেছেন মেজবাহ কামাল, ঈশানী চক্রবর্তী, জোবাইদা নাসরীন। গত ২১ অক্টোবর জাতীয় জাদুঘরের হলরুমে বইটির প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এ, কে, এম সা'দ উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলাচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাম গণতান্ত্রিক জোটের পঙ্কজ ভট্টাচার্য, ড. হেলাল উদ্দিন খান আরেফীন, শামসুল হুদা, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের ফজলে হোসেন বাদশা, অর্থনীতিবিদ ড. অব্দুল গফুর, আদিবাসী ফোরামের সনজিব দ্রং। বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন কবি শামসুর রাহমান। আলোচনা সভায় পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় আদিবাসীদের সংগ্রাম প্রেরণা জুগিয়েছে। সাঁওতাল বিদ্রোহ টং বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এ বিদ্রোহ আমাদের মুক্তির সংগ্রামে প্রেরণা জগিয়েছে। অথচ তাদের এ সংগ্রাম ইতিহাসে উপেক্ষিত। জাতীয় আদিবাসী পরিষদের ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, পাকিস্তানি হামলার বিরুদ্ধে আদিবাসীরা তীর-ধনুক নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। অথচ তিনটি সরকারের মুক্তিযুদ্ধের তালিকায় তাদের নাম নেই। কেউ তাদের অবদানের স্বীকৃতি দেয়নি। এ দেশের ভূমিগ্রাসী গোষ্ঠী তাদের যৌথ সমাজবন্ধ জীবনের কারণে ভূমির কাগজপত্র না থাকায় ভূমি গ্রাস করে নিচ্ছে। আদালতে তারা বিচার পায় না। জাল দলিলের পক্ষেই আদালত রায় দেয়।

আদিবাসী ফোরামের সনজিব দ্রং বলেন, দুঃখ-বেদনা বঞ্চনার মধ্যেই আমরা বেঁচে আছি। অনেকেই দেশ ত্যাগ করেছে। ক্রমেই আমাদের সংস্কৃতি বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। আমরা সাংবিধানিক স্বীকৃতি চাই। বইটির ওপর আলোকপাত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলাল উদ্দীন খান আরেফীন বলেন, দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে এদেশের আদিবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী দ্বারা শোষিত, নিগৃহীত, অধস্তনতার শিকার হচ্ছে বইটিতে তার চিত্রই ফুটে উঠেছে।

নিজভূমে পরবাসী: উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের প্রান্তিকতা ডিসকোর্স' বইটিতে রয়েছে নয়টি অধ্যায়। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে প্রয়াত সংগ্রামী আদিবাসী নেতা লুকাস মারান্ডি বাদল ও আলফ্রেড সরেনকে।